দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

চিকিৎসা শাস্ত্রে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দুয়ার উন্মোচন করবে –পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

॥ সিলেট অফিস ॥

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমদ চৌধুরী চিকিৎসা শাস্ত্রে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দুয়ার উন্মোচন করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তির সাথে নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, সিলেটের মানুষ ধর্মপ্রাণ। এখানের নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা নিতে বিব্রতবোধ করেন। তাই মহিলা রোগীরা ঠিকমত চিকিৎসা সেবা পায় না। তিনি বলেন, এই হাসপাতালের মাধ্যমে নারী চিকিৎসকের অভাব পূরণ হবে। সরকারী উদ্যোগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ভেটেরেনারী কলেজ সিলেটে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে নতুন মাত্রা এনেছে। সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ সিলেটের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরেকটি নতুন ধাপ এগিয়ে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, শীঘ্রই সিলেট একটি আদর্শ শিক্ষা নগরীতে পরিণত হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সৌদিআরবে চিকিৎসকসহ দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বৃটেনেও আমাদের দেশের চিকিৎসকদের কর্মসংস্থানের দুয়ার খুলতে যাচ্ছে। এ জন্য সরকার কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে। উপদেষ্টা বলেন, আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় বিদেশে বাংলাদেশি জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

গতকাল রবিবার অপরাহ্নে সিলেট নগরীর মিরবক্সটুলায় বৃহত্তর সিলেট তথা সারা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হাসপাতাল সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আব্দুল মালিক, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আজম খান, শাবি'র ভিসি অধ্যাপক ডঃ আমিনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাসপাতালের উদ্যোক্তা কোম্পানীর প্রবাসী পরিচালক ডঃ ওয়ালি তছর উদ্দিন, হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ এম.এ. মতিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডাঃ শফিকুর রহমান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সিলেটের আনাচে কানাচে ঘুরার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আজকের সিলেট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন, সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে গত ৯ মাস ধরে সিলেটকে নতুনভাবে দেখছি। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে সিলেটের। তিনি বলেন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনটি প্রধান প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম তা হচ্ছে- সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত করা। স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা এবং বিলেতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্তোরাগুলোতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকমানের ক্যাটারিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, আল্লাহর অশেষ রহমতে বিমান বন্দরের কাজ প্রায় শেষ। ওয়াদা অনুযায়ী আগামী হজ্জ্ব মৌসুমে সিলেটের হজ্জ্বযাত্রীগণ সরাসরি ওসমানী বিমানবন্দর থেকে জেদ্দা যেতে পারবেন। আগামী নভেম্বর থেকে মক্কা মুনওয়ারার উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে হজ্জ্ব ফ্লাইট উড়বে। তিনি বলেন, ক্যাটারিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যুক্তরাজ্য সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে আমরা কাজ করছি।

তিনি আরো বলেন সিলেট নগর উন্নয়নের পাশাপাশি বৃহত্তর সিলেটের পল্লী এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নের ব্যাপারে এল.জি.ই.ডির মাধ্যমে বৃহত্তর সিলেটের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমি ১৭৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ডাঃ আব্দুল মালিক বলেন, ১৫ কোটি মানুষের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। আর এ সেবা সরকারের পক্ষে একা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা এখাতে বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তিনি এ খাতে প্রবাসী বিনিয়োগের প্রশংসা করে বলেন, অচিরেই যেন সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দক্ষ ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সমাবেশে সাবেক এমপি ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আ.ফ.ম. কামাল, জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জহির চৌধুরী সুফিয়ান, বিএনপি নেতা এহিয়া রাজা চৌধুরী, ওসমানী হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার শাহ-ই-আলম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আব্দুল আজিজ, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) জুবায়ের সিদ্দিকী, ডাঃ কবির চৌধুরী, সিলেট চেম্বার সভাপতি জুনুন মাহমুদ খান, সাবেক চেম্বার সভাপতি সাফওয়ান চৌধুরী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ আব্দুর রকিব, ডাঃ এম এ খালিক, সিলেট প্রেসক্লাব সভাপতি মুকতাবিস-উন-নূর, এবং ডাঃ এনায়েত উল্লা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরে উপদেষ্টা ফিতা কেটে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

সিলেটের প্রথম মহিলা কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমদ চৌধুরী *-ইত্তেফাক*